সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় কমিটির সভাপতির কার্যালয় ওকোস্ট ট্রাস্ট আয়োজিত গোলটেবিল আলোচনা

উপকূলীয় এলাকার সকল সংসদ সদস্যের দাবি, ত্রাণ নয় বাঁধ চাই

ঢাকা, ২২ জুন ২০১৬। আজ জাতীয় সংসদ ভবনের কনফারেন্স হলে অনুষ্ঠিত এক গোলটেবিল আলোচনায় উপকূলীয় এলাকার ৩৫ জন সংসদ সদস্য তাদের এলাকার ভূমি, মানুষ ও তাদের জীবিকা রক্ষায় স্বল্প সময়ের ত্রাণ নয়, বরং স্থায়ী বাঁধ প্রয়োজন বলে মন্তব্য করেছেন। তারা অবিলম্বে উপকূলীয় এলাকায় বাঁধ নির্মাণের জন্য বরাদ্দ দাবি করেন। আজ পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় কমিটির সভাপতির কার্যালয় ও কোস্ট ট্রাস্ট আয়োজিত **জলবায়ু পরিবর্তন, সাম্প্রতিক ঘূর্ণিঝড় এবং উপকূলের সুরক্ষা** শীর্ষক ঐ গোলটেবিল আলোচনায় তারা আরও বলেন, বাঁধ নির্মাণই উপকূলের মানুষের প্রধান দাবি।

গোলটেবিল আলোচনায় সভাপতিত্ব করেন পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় কমিটির সভাপতি ড. হাছান মাহমুদ এমপি এবং এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পানি সম্পদ মন্ত্রী ব্যারিস্টার আনিসুল ইসলাম মাহমুদ এমপি। এতে অন্যান্যের মধ্যে আরও বক্তব্য রাখেন, জলবায়ু বিশেষজ্ঞ ড. আতিক রহমান, সংসদ সদস্য শাহজাহান কামাল, সংসদ সদস্য তালুকদার আব্দুল খালেক, সাবেক মন্ত্রী ও সংসদ সদস্য খ ম জাহাঙ্গীর, সংসদ সদস্য জেবুন নেসা, সংসদ সদস্য আশিক উল্লাহ, সংসদ সদস্য নবী নেওয়াজ, সংসদ সদস্য রহিম উল্লাহ, সংসদ সদস্য নূর নবী শাওন, সংসদ সদস্য টিপু সুলতান, সংসদ সদস্য মোহাম্মাদ ইলিয়াস, সিপিআরডি'র শাসুদ্দোহা এবং উন্নয়ন ধারা ট্রস্টের আমিনুর রসুল বাবুল। গোলটেবিল আলোচনায় মুল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন কোস্ট ট্রাস্টের রেজাউল করিম চৌধুরী।

মুল প্রবন্ধে রেজাউল করিম চৌধুরী বলেন, জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে আগামী ৫০ থেকে ১০০ বছরের মধ্যে উপকূলের প্রায় সব এলাকা, দেশের প্রায় ১৭% এলাকা সমুদ্র গর্ভে বিলীন হয়ে যাবে। এ অবস্থা থেকে দেশের উপকূলকে রক্ষা করার প্রযুক্তি আছে, যা বিশাল ব্যয় বহুল এবং এর জন্য রাজনৈতিক সদিচ্ছার প্রয়োজন। প্রবৃদ্ধি বাড়ানোর জন্য অবকাঠামো উন্নয়নের যেমন দরকার আছে, তেমনি মানুষের জীবন বাঁচাতে কিছু অত্যাবশ্যক অবকাঠামোর ক্ষেত্রে বিনিয়োগ করা অতি জরুরি। সাম্প্রতিক ঘূর্ণিঝড় রোয়ানুতে কক্সবাজারের মোট জনসংখ্যার প্রায় ১৮% আক্রান্ত হয়েছে, ঘূর্ণিঝড়ের ফলে এই জেলায় মানুষের স্থানত্যাগের হার ৮%, যা সারা দেশে সর্বোচ্চ। তিনি কুতুবদিয়া দ্বীপের মানুষের অবর্ণণীয় কষ্টের চিত্র তুলে ধরেন, যেখানে ৬টি ইউনিয়নের মধ্যে ৩টি ইউনিয়নের অধিবাসীদেরকেই প্রতিদিন দুইবার লবণাক্ত পানির জোয়ার মোকাবেলা করতে হয়।

সংসদ সদস্য টিপু সুলতান বলেন, উপকূলীয় ভূমি যদি রক্ষা করা না যায়, আমাদের পক্ষে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা ধরে রাখা সম্ভব হবে না। সংসদ সদস্য আশিক উল্লাহ বলেন, উপকূলীয় এলাকা রক্ষায় পানি উন্নয়ন বোর্ডকে এই এলাকার সংসদ সদস্যদের সঙ্গে বসে একটি পরিকল্পনা গ্রহণ করা উচিৎ। সংসদ সদস্য শাহজাহান কামাল বলেন, উপকূলীয় এলাকার জন্য বিশেষ বরাদ্দের অনুরোধ নিয়ে উপকূলের সকল সংসদ সদস্যদেরকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কাছে আবেদন জানাতে হবে। সংসদ সদস্য জেবুন নেসা বলেন, এলাকার মানুষ ভিক্ষা বা ত্রাণ চায় না, তারা তাদের সমস্যার স্থায়ী সমাধান চায়। সংসদ সদস্য নবী নেওয়াজ বলেন, নদী ভাঙ্গন বা জোয়ার ধনী গরিব সবাইকে আঘাত করে। পানি সম্পদ মন্ত্রী ব্যারিস্টার আনিসুল ইসলাম মাহমুদ বলেন, বাংলাদেশের উপকূলীয় এলাকা নেদারল্যান্ডের মতো করে রক্ষা করা যায়। কিন্তু সরকারের পক্ষে এই কাজ একা করা সম্ভব নয়। উন্নয়ন অংশীদারদের অর্থ ও প্রযুক্তি দিয়ে আমাদেরকে সহায়তা করতে হবে। ড. আতিক রহমান বলেন, জলবায়ু অভিযোজনের অগ্রাধিকার উদ্যোগ হিসেবে সরকারকে উপকূলীয় এলাকা রক্ষায় বাঁধ নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ করা জরুরি।

সমাপনী বক্তব্যে ড. হাছান মাহমুদ এমপি বলেন, উপকূলে বাধ নির্মাণ এবং বনায়নকে সমন্বিতভাবে করতে হবে। পানি উন্নয়ন বোর্ডের জন্য অধিকতর অর্থ বরাদ্দের বিষয়টি অর্থমন্ত্রীর বিবেচনা করা উচিৎ। পানি উন্নয়ন বোর্ডকেও এক্ষেত্রে দৃষ্টিভঙ্গি বদলাতে হবে বলে তিনি অভিমত প্রকাশ করেন।

প্রতিবেদন তৈরি

মোস্তফা কামাল আকন্দ, মোবাইল: ০১৭১১৪৫৫৫৯১, রেজাউল করিম চৌধুরী , মোবাইল: ০১৭১১৫২৯৭৯২